অনুমোদনের বছর পার, শুরু হয়নি পার্কের নির্মাণকাজ

গাংনীবাসির বিনোদনের জন্য পৌরপার্ক নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদনের এক বছরেও দেখেনি আলোর মুখ। কতিপয় স্বার্থনেস্বী মহলের তোলা খোড়া অযুহাতে বন্ধ হয়ে আছে পার্ক নির্মাণ কাজ। ফলে, শিশু কিশোরসহ সব মানুষের বিনোদন এখন ঘরবন্দী। দ্রত সময়ে পার্ক নির্মাণের দাবী গাংনীবাসীর।

গাংনী পৌরসভা দেয়া তথ্যে জানা গেছে, ইমপ্রুভিং আর ওয়ান গভার্নেন্স এ্যন্ড ইনফ্রাস্টাকচার প্রজেক্ট (আই ইউ জি আইপি) প্রকল্পের আওয়াতায় গাংনী পৌরসভার অভন্তরে একটি বিনোদন পার্ক নির্মানের জন্য একটি প্রকল্প অনুমোদন হয় ২০২৪ সালে এপ্রিল মাসে। পার্ক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১৪ কোটি ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২২ টাকা।

পার্কটি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয় বিগত ৩০ এপ্রিল ২০২৪ ইং তারিখে। পার্ক নির্মাণ কাজ পান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স জাকাউল এ্যন্ড ব্রাদার্স। টেন্ডার মোতাবেক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ শুরুর জন্য চুক্তিবদ্ধ হন বিগত ২৬ মে ২০২৪ ইং তারিখে। চুক্তি সম্পন্ন করার ৩৬৫ দিনের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আজও পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। ফলে গাংনী পৌরবাসীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা শংসয়।

বিউটি ফিকেশন এ্যান্ড ল্যান্ড স্কেপিং ওয়াকস, দোহা খাল এ্যন্ড গাংনী পৌরসভা নামীয় পার্কটি বাস্তবায়ন করবে গাংনী পৌরসভা। গাংনী পৌরসভার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় পার্ক স্থাপনের স্থান নির্বাচন করা হয় পার্ক অনুমোদনের আগেই। অতচ অর্থ বরাদ্দ, ডিজাইনসহ সকল প্রস্তু¯◌িত সম্পন্ন হওয়ার পরেও এক বছরেও কাজ শুরু হয়নি। পার্ক নির্মান না হলে দ্রতসময়ের মধ্যে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরত যাবে এমন নিয়ম থাকলেও পার্কের স্থান নির্বাচনের জটিলতায় পার্কটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি।

গাংনী পৌরসভার বাসিন্দারা জানান, গাংনী একটি জনবহুল ও ঘনবসতি পৌরসভা। এ পৌরসভায় বিনোদনের কোন জায়গা না থাকায় পার্ক নির্মানের উদ্যোগ নেয় তৎকালিন সাবেক সাংসদ ও পৌর কর্তৃপক্ষ। সে মোতাবেক গাংনীর গন্যমান্য ব্যাক্তিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গাংনী

পৌরশহর থেকে কয়েক কিলোমিটার পুর্ব মালশাদাহ এলাকায় স্থান নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার মাঝে বাঁধ সাধে কিছু স্বাথর্ন্বেষী মহল। পুর্বমালশাদাহ এলাকার কিছু ব্যাক্তি পার্ক নির্মানের কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন,যা শূধুমাত্র কয়েকজনের স্বার্থ উদ্ধার ব্যাতীত আর কিছুই না বলে মনে করেন গাংনী পৌরবাসী। কোনো অজুহাতে পার্ক নিমাণ যেনো বন্ধ না হয়,এবং দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরুর দাবী জানান পৌরবাসী।

গাংনীপৌসভার বাসিন্দা আমিরুল ইসলাম অল্ডাম বলেন,গাংনীতে কোনো বিনোদনের জায়গা না থাকায় শিশু,কিশোরসক মানুষের বিনোদন কিংবা বসার জায়গা নেই। পৌরসভায় পার্ক নির্মান অতিব জরুরী।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌরসভার পার্ক নির্মাণ হবে এটি গাংনীর উন্নয়নের একটি ধাপ। এক কতিপয় লোকজন খোড়া অজুহাত দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ করে রেখেছে। এতে বলা যায় গাংনীর মানুষের চাওয়া পাওয়াকে তারা বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পার্ক নির্মাণ কাজ বন্ধ রেখেছে। তবে দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করা না হলে বরাদ্দকৃত টাকা ফেরতের আশংকা রয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে পার্ক নির্মাণ কাজ শুরু করার দাবী জানান তিনি। পার্কটি নির্মাণ করা হলে জনবহুল এ পৌসভায় অনেক শিশু কিশোর ও বয়োবৃদ্ধরা বিনোদনের একটু জায়গা পাবেন।

গাংনী পৌর প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন বলেন, বিষয়টি আমার জানার বাইরে। তবে পার্ক নির্মানের বিষয়ৈ বিস্তারিক জেনে দ্রত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

গাংনীতে জুলাই অভ্যুত্থান

প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জুলাই অভ্যুত্থান প্রমিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঢাকা বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাশদকে ১-০ গোলে হারিয়ে উদ্বোধনী ম্যাচ জয়লাভ করে রংপুর বিভাগ প্রমিলা ফুটবল একাদশ।

মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। খেলায় ধারাভাষ্যকার ছিলেন বিএনপি নেতা সুলেরী আলভী।

টুর্নামেন্টে ঢাকা, রংপুর, কুষ্টিয়া মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার ১৬ টি প্রমিলা টিম অংশ নিচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন হওয়ায় এলাকার প্রায় অর্ধলক্ষ নারী পুরুষ উপভোগ করেন। মিনি স্টেডিয়ামে কানায় কানায় দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভিন্ন বয়সী নারীরা খেলাটি উপভোগ করেন।

গাংনীতে কারিগরি শিক্ষক পরিষদের আলোচনা সভা

পেশাজীবী সংগঠনের দাওয়াতি গণসংযোগ সপ্তাহ উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে কারিগরি শিক্ষক পরিষদের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ জুলাই) সকালে গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার হলরুমে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গাংনী উপজেলা কারিগরি শিক্ষক পরিষদের সভাপতি মোঃ জালাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল হাশেম।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের মেহেরপুর জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ আল-আমিন ইসলাম বকুল। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী গাংনী উপজেলা শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আব্দুল হালিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের জেলা সেক্রেটারি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ফোরাম অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এফডিইবি) মেহেরপুর জেলা সভাপতি মোঃ মাসুদ পারভেজ, হাসানুজ্জামান খান, খাইরুল কবির মুকুল, ইঞ্জিনিয়ার মেহেদি হাসান প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে নৈতিকভাবে সৎচরিত্র ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে শিক্ষকদের ন্যায্য দাবিদাওয়ার আদায়ে কাজ অব্যাহত রয়েছে। আগামীতে মেহেরপুর জেলায় আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনকে আরও শক্তিশালী করে কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষকদের সকল বৈষম্য ও সমস্যার সমাধান করা হবে।

সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না- নাহিদ

ইসলাম

“দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা” কর্মসূচিতে নবম দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও পথসভা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের গাংনী থেকে বেলা একটায় হাটবোয়ালিয়া বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজেই এনসিপির নেতাদের স্বাগত জানান এরপর দুপুর দুইটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্ত্বরে এনসিপি নেতৃবৃন্দ পথসভা করেন। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পথসভায় উপস্থিত হাজারো মানুষের প্রতি এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় চুয়াডাঙ্গার সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কৃষকের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সীমান্তে গত ৫৪ বছরে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গাতেই হত্যা করা হয়েছে দুই শতাধিক। এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সীমান্ত, মানচিত্র ও মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে। সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন ‘গত ৫৪ বছর ধরে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আর কোনও ধরনের আধিপত্য মেনে নেবে না বাংলাদেশের তরুণরা। এ দায়িত্ব নিয়েই কাজ করবে এনসিপি। এ সময় শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘গুলির নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা, আর খুনিকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক চায়, সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে হতে হবে। কেবল বাংলাদেশই ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়, ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। এটা যেন ভারত কোনোভাবেই ভুলে না যায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানচিত্র রক্ষা করা বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। জাতীয় নাগরিক পার্টি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে।’

পথসভায় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘নতুন সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া গণপরিষদ নির্বাচন সম্ভব নয়। এই অভ্যুত্থানের

নেতৃবৃন্দ দেশকে নতুন জায়গায় নিতে চায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভারত সরকারকে বলতে চাই, বাংলাদেশের জনগণের কাছে আপনাদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। মোদি সরকারকে বলছি, শেখ হাসিনাকে ফেরত দিন।’

শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচারী হিসেবে কাউকে আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন আখতার হোসেন। সব রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির পথে হাঁটার আহ্বান জানান তিনি।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রা শুরু করেন। এরপর বেলা দেড়টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের আল তায়েবা মোড়ে পৌঁছালে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। আলমডাঙ্গায় পদযাত্রা শেষে এসসিপির নেতারা চুয়াডাঙ্গা শহরের পথে রওনা দেন।

চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্ত্বরে এই পথসভায় দলের মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেন, ‘আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তা পূরণ হয়নি। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’

পথসভায় অন্যদের মধ্যে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান বক্তব্য দেন। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন, মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ দলটির চুয়াডাঙ্গার নেতৃবৃন্দ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

অ্যাড. সাকিল আহমাদের সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে

নিয়োগ লাভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কৃতিসন্তান অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।

সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ, সলিসিটর অনুবিভাগের জিপি ও পিপি শাখা থেকে গত ৭ জুলাই সোমবার সানা মো. মাহরুফ হুসাইন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

সাকিল আহমাদ গাংনী উপজেলার বড়বামন্দী গ্রামের রুহুল আমীনের একমাত্র ছেলে।

তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। সাকিল আহমাদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মরত।

সম্প্রতি তিনি গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

এদিকে, অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল) হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় গাংনীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গাংনীতে জুলাই যোদ্ধাদের স্বরণে মোমবাতি প্রজ্বলন ও আলোকচিত্রী প্রদর্শন

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শাহাদৎ বরণকারী সকল দেশ প্রেমিকদের আত্মার মাগফেরাত কামনা, পঙ্গু ও আহতদের সুস্থতা কামনায় দোয়ার মাহফিল ও মোমবাতি প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করা

হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি’র গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার উদ্যোগে গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

প্রধান বক্তা ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়কয়ক মাহাবুবুর রহমান মাহবুব। জাতীয়তাবাদি সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন জাসাসের গাংনী উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভীর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন।

এসময় জুলাই আগষ্টের নিহতদের স্বরণে আলোকচিত্রী উপস্থাপন করা হয়।

গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু (৪৮) ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

রবিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে (সোমবার ভোরে) রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত বিআরবি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অসংখ্য রাজনৈতিক সহকর্মী রেখে গেছেন।

ইনসারুল হক ইন্সু গাংনী পৌর শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকার প্রয়াত

আব্দুল করিম মালিথার ছেলে।

জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক জানান, দীর্ঘদিন ধরে ইনসারুল হক ইন্সু খাদ্যনালীর জটিলতায় ভুগছিলেন। তার খাদ্যনালী শুকিয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তিনি কিছুই খেতে পারতেন না। অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি ঢাকার বিআরবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রেসার ক্রমাগত নিম্ন থাকায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইনসারুল হক ইন্সুর ভাই, বিএনপি নেতা ইনামুল হক জানান, আজ সোমবার বিকেল ৩টায় গাংনী হাইস্কুল মাঠে তার জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে গাংনী কেন্দ্রীয় কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

জমির দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার নাটক

৪০ বছরের ভোগ দখল করা জমি হঠাৎ অবৈধ দখল নিতে প্রকৃত মালিকের বিরুদ্ধে মিথ্যা নাটক সাজিয়ে একটি চক্র। ধইঞ্চা কাটার অভিযোগা ও মিথ্যা মামলা দিয়ে জমি দখলের অপচেষ্টা চালাচ্ছে ওই চক্রটি।

তারা সাংবাদিক সম্মেলন করে জমির মালিককে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালিয়েছে। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার নলগাড়ি মাঠে ঘটেছে।

এনিয়ে গতকাল শনিবার দুপুরে জমির উপর সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন জমির মালিক হেলাল উদ্দীন মাস্টার। এসময় তেরাইল, জোড়পুকুরিয়া ও দুলর্ভপুর গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জমির মালিক হেলাল উদ্দীন বলেন, ১০১৫ দাগে আমার দাদার নামে ক্রয়সূত্রে ৫৫ শতক জমি রয়েছে। আমার দাদা জোড়পুকুরিয়া গ্রামের আহমেদ আলী, আবুল হোসেন, ইসমাইল হোসেন ও তাদের উত্তরসরিদের কাছ থেকে কেনেন। দীর্ঘ ৪০ বছর এই জমি আমরা ভোগ দখল করে আসছি। অথচ, পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি দু:স্কৃতিকারীর দাবী করছে এই জমি তাদের।

প্রায় ৪০ বছর যাবৎ আমার দাদার ওয়ারিশ আমার বাবা ও চাচারা ভোগ দখল করে আসছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এবছর ওই জমিতে সবুজ সার তৈরী করতে আমরা ধইঞ্চা বুনেছিলাম। কয়েকদিন আগে সেটা কেটে জমিতেই পচান দিয়েছি। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ধান লাগাবো। এর মধ্যে জোড়পুকুরিয়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জিয়াউল হক, সেন্টু, জাহাঙ্গীর ও লাল্টু বলছে এই জমি আমাদের।

অথচ, বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কোনোদিন তারা বলেনি এই জমি তাদের। আমরা এই জমিতে ধইঞ্চা বুনেছি ধান লাগাবো বলে। অথচ, এখন তারা বলছে ধইঞ্চা তারাই লাগিয়েছে, আমরা রাতের আধারে কেটে দিয়েছি। মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আমরাই ধইঞ্চা কেটেছি এজন্য আমাদের দৃষ্টান্তমুলক দাবী জানাচ্ছেন। আমার পৈত্রিক জমিতে অবৈধভাবে কয়েকজন সাংবাদিক এনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা ক্ষেত কর্তনের অভিযোগ তুলেছেন। জমিটি তার দাবি করে দুই বিঘা জমির ধইঞ্চা আমরা কেটে দিয়েছি বলে দাবী করেন। যা মিথ্যা ও সাজানো নাটক। এই মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর জন্য দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

তবে, বেশ কয়েকজন পার্শ্ববতি জমির মালিক বলেন, আমরা ৩৫/৪০ বছর যাবৎ এই জমিটি হেলাল মাস্টার ও তাদের বাপ চাচাদের আবাদ করতে দেখেছি। তবে, তারা বলেন, জিয়াউল, লাল্টুসহ অন্যান্যরা এই জমির পাশের ১০১৩ দাগ ৭ শতক জমি পাবে। অথচ, তারা পুরো ৫৫ শতক জমি দখল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে এবং হেলাল মাস্টারদের বিরুদ্ধে ধইঞ্চা কাটার মিথ্যা নাটক সাজাচ্ছেন।

ভুক্তভোগী কৃষক হেলাল উদ্দীন অভিযোগ করেন, তেরাইল মৌজার আরএস খতিয়ান ১৫৭৫, দাগ নম্বর ১০১৩ দাগভুক্ত ৭ শতক জমি তার দাদা বাদল

শেখের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। কিন্তু ধইঞ্চার জমিটি ১০১৫ দাগে আমার বাবা ও চাচার জমি ৫৫ শতক। দীর্ঘদিন ধরে তারা আমরা এই জমি ভোগদখল করে আসছি। জমিটি নিয়ে বর্তমানে আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এবিষয় নিয়ে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বসে শালিস বৈঠক করেছেন। এনিয়ে মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “এখনো পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

গাংনীতে সেনাবাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

গাংনী উপজেলার পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে একটি ওয়ান শুটারগান উদ্ধার করেছে।

আজ শনিবার ভোররাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কের মাঝখানে একটি ইপিলইপিল বাগানে অভিযান চালিয়ে ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়।

২৭ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির মেজর রাব্বি এবং গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান, নিয়মিত একটি টহল দল পোড়াপাড়া-জুগিন্দা সড়কে টহল দেওয়ার সময় অজ্ঞাত কিছু লোক সেনাবাহিনীর টিমকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরে সেখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগানটি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে ।

গাংনীতে আইবিডব্লিউএফ’র ব্যবসায়ী সম্মেলন ও কমিটি গঠন

মেহেরপুরের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস বিজনেসম্যান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আইবিডব্লিউএফ) এর গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে গাংনী উপজেলা ও পৌর শাখার দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

আজ শনিবার সকালে গাংনী আলেয়া মাদ্রাসা হলরুমে এ সম্মেলন ও কমিটি গঠন অনুষ্ঠিত হয়।

পেশাজীবী সংগঠন আদর্শ শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আইবিডব্লিউএফ’র যশোর ও কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক আব্দুল মতিন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির ও জামায়াত মনোনীত মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দীন খান, মেহেরপুর-২ আসনের প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের শূরা সদস্য নাজমুল হুদা, পেশাজীবী সংগঠনের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল আমিন ইসলাম বকুল এবং আইবিডব্লিউএফ’র জেলা শাখার সভাপতি খালিদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

সম্মেলন শেষে ফকির মোহাম্মদকে সভাপতি ও হাসান সাঈদ সরোয়ারকে সাধারণ সম্পাদক করে গাংনী উপজেলা কমিটি এবং মনিরুল ইসলামকে সভাপতি ও আবদুস সালামকে সম্পাদক করে পৌর শাখার আইবিডব্লিউএফ কমিটি গঠন করা হয়।

এ সময় গাংনী উপজেলা ও পৌর এলাকার প্রায় দেড় শতাধিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।